Vol. 24 | No. 1 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়া-সৃজক

Volume	24
Issue	1
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অনিমেষকান্তি পাল
Published online	December 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v24i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v24i1.4
Pages	50-59
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়া-সৃজক

অনিমেষকান্তি পাল

॥ এক ॥ সাঁওতালী ভাষার চর্চা : দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলির অন্যতম হচ্ছে সাঁওতালী। যে জেলায় আমি বর্তমানে বাস করি সেই এক মেদিনীপুরেই সাঁওতালী ভাষার সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক।[১] কিন্তু দক্ষিণএশিয়ার ভাষাবিজ্ঞানীদের নজর এদিকে এখনো বেশী পড়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই ভাষাটির বিশিষ্টতার প্রতি ইউরোপীয় মিশনারী, গবেষক এবং প্রশাসকরা অনেকেই বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[২] সামগ্রিকভাবে এই ভাষা চর্চায় প্রথম প্রয়াসী হয়েছিলেন আমেরিকান পাদ্রী ফিলিপ।[৩] তার পর প্রকাশিত হয়েছিল পাদ্রী সক্রেফ্স্রুডের ব্যাকরণ।[৪] শেষ পর্যন্ত এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পাদ্রী বোডিং[৫] সাঁওতালী ভাষার এমন একটি ব্যাকরণ লিখলেন যা এখনো পর্যন্ত এই ভাষার উপর একটি প্রামাণ্য কাজ বলে গণ্য হয়ে থাকে। সন্দেহ নেই যে উল্লিখিত লেখকেরা সবাই তাঁদের অন্বিষ্ট বিষয়ে নিবিষ্টপ্রাণ ছিলেন এবং তাঁদের রচনাগুলি সবই হচ্ছে সারাজীবনের নিষ্ঠা ও গবেষণার ফল। তবে বিষয়বস্তুকে তাঁরা বিচার করে দেখেছেন তাঁদের নিজের নিজের ভাষা এবং ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু সাঁওতালীর মত একটা ভাষার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ব্যাকরণের প্রচলিত পরিভাষার্থ যে যথোপযুক্ত নয় তা বোডিং সাহেবের কাছেও এমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল যে তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় নির্দ্বিধায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'ব্যাকরণের সাধারণ পরিভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে (কিছু সংযোজন সহ)। তবে প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত ভাষার (Inflexional) থেকে আলাদা একটা বিকাশের স্তরে রয়েছে যে ভাষা, তার প্রয়োজনের পক্ষে এগুলো মোটেই যথোপযুক্ত নয়। যৌগিক (agglutinating) ভাষার প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন উপযুক্ত পরিভাষা যিনি তৈরী করতে পারবেন তিনি এইরকম ভাষাশিক্ষার্থীদের প্রকৃত উপকার করবেন। এটাই অবশ্য সাহেবদের একমাত্র অসুবিধা ছিল না। অন্য আরেকটি বিষয়ে বোডিং একটু আলতোভাবেই মন্তব্য করেছেন "কোন একটা যৌগিক ভাষার কাজের ধারা অথবা বলা যেতে পারে, এই রকম ভাষাভাষীদের মনের কাজের ধারা প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত ভাষার চেয়ে অনেকটাই আলাদা তা আমরা দেখতে পাব।" দেখা যাচ্ছে, সাঁওতালী-ভাষীদের মনের কাজের ধারা যে আলাদা সে সম্বন্ধে বোডিং অবহিত ছিলেন। তথাপি, দুঃখের কথা যে সাঁওতালী ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম কানুনগুলি খাড়া করার সময় তিনি যথেষ্ট প্রাঞ্জলতা এবং সূক্ষ্মতা দেখাতে পারেননি এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছে। তবে এসব স্খলনের জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। বরং নূতন গবেষকদের নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কারণ সক্রেফ্স্রুড এবং বোডিং-এর মত পথ প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে তারা অনেক রকমের সহায়তা পেতে পারেন। আমি যতদূর জানি, এখন পর্যন্ত একজন মাত্র সাঁওতাল ভাষী শ্রীদিলীপ সোরেন তাঁর মাতৃভাষার ধ্বনি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ছোট একটি আলোচনা প্রকাশ করেছেন। এটি ছাপা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাঁওতালী পত্রিকা 'পছিম বাংলায়।'[৬]

বিগত দুইদশক ধরে মেদিনীপুর কলেজে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপনা সূত্রে প্রাক-স্নাতক পর্যায়ের সাঁওতালী ভাষী বহুসংখ্যক ছাত্রের সাহচর্যের সুযোগ পেয়েছি। তাদের মাতৃভাষাটি লিখতে সাহায্য করার জন্য এদের তিন জনের কাছে আমি বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ। আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীলক্ষণচন্দ্র কিস্কুর সহায়তা পেয়েছি বছর দুয়েক। তারপর শ্রীসুখচাঁদ সোরেন আমাকে সাহায্য করেছে বছর খানেক। এখন আমার সঙ্গে রয়েছে আমার বর্তমান ছাত্র শ্রীঅর্জুন হেমব্রম্। পূর্ববর্তী গবেষকদের মত আমি মৌখিক নির্দর্শনের উপর মাত্র নির্ভর করিনা। আমি নমুনা সংগ্রহ করি প্রধানতঃ 'পছিম বাংলা' পত্রিকা এবং শ্রীদাখিন মুর্মু সম্পাদিত 'দেবোন তিঙ্গুন' পত্রিকা থেকে। আরেকটি বিষয়েও আমি ইউরোপীয় গবেষকদের থেকে কিছুটা আলাদা। অন্বিষ্ট বিষয়টিকে সাঁওতালীভাষীদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আমার পক্ষে অনেকটা সহজ কারণ আমাদের বাংলা-ভাষা-সম্প্রদায়ের তাঁরা নিকটতম প্রতিবেশী। এই দুটি ভাষা যে পরস্পরকে বহুকাল ধরে প্রভাবিত করে চলেছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।[৭]

॥ দুই ॥ সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়া : সাঁওতালী ভাষায় ক্রিয়া যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেকথাটির উপর জোর দিয়ে সক্রেফস্‌রুড ঠিক কাজই করেছেন। তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন "ছাত্রদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে **সংক্ষিপ্ত সর্বনামবাচক** ও **কালবাচক চিহ্নগুলি** ভালভাবে শিখে ফেলা, কারণ এগুলোই ভাষাটির চাবিকাঠির মতো।" সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়া যে ইংরেজীর মতো কোন একটি ভাষার ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা বোডিং-এর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়—"ধারণাটি যার প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে সেই বিষয়টির প্রকৃতি অনুযায়ী শব্দটিকে আমরা বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবে গণ্য করতে পারি।" (পৃ. ৬)। এখন, আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল কি করে কোন একটা শব্দ ক্রিয়া হিসাবে কাজ করতে পারে যদি সেটি আবার বিশেষ্য বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহার করা চলে ? অন্যত্র ব্যাপার-টাকে আরো গুরুত্ব দিয়ে বোডিং বলেছেন—"প্রতিটি সাঁওতালী শব্দই ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বা কাজ করতে পারে।"(পৃ. ১৬৪)। সক্রেফস্‌রুডের কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে সংক্ষিপ্ত সর্বনামবাচক ও কালবাচক চিহ্নগুলি ক্রিয়াপদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ যে সকল শব্দ সমবায় ক্রিয়া হিসাবে কাজ করে তাদের গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই আমাদের জানা দরকার সংক্ষিপ্ত সর্বনামবাচক ও কালবাচক চিহ্ন বলতে কি বোঝায় এবং ক্রিয়াপদ গঠনে এগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয়।

এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন বোডিং অতি প্রাঞ্জলভাবে—"কোন শব্দকে ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করতে হলে তাকে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাক্যে সংস্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কয়েকটি কার্যকর শব্দাংশ" (পৃ. ১৬৪)। তাঁর তালিকা অনুযায়ী, এগুলি হল ১. **কর্তা ;** যদি সেটি প্রাণবান হয় তবে তাকে দেখাতে হবে একটি পুরুষবাচক সর্বনামীয় প্রত্যয়, ক্রিয়ার সঙ্গে বা তার পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত করে, ২. **কর্ম ;** যদি সেটি প্রাণবান হয় তবে তাকে সর্বদাই দেখান হয় একটি পুরুষবাচক সর্বনামীয় প্রত্যয়কে যে মূল শব্দটি ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার সঙ্গে যুক্ত করে ; ৩. কিছু সংখ্যক ক্রিয়াবাচক প্রত্যয় যাদের তাৎপর্যের সঙ্গে মিল আছে আমাদের কাল, ভাব, বাচ্য ইত্যাদির, ৪. যে সব শব্দাংশের উল্লেখ করা হয়েছে তদতিরিক্ত একটি নির্দেশ্য (determinate) 'আ' প্রত্যয়েরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। সক্রেফস্‌রুড যাকে বলেছেন সংক্ষিপ্ত সর্বনামবাচক ও কালবাচক চিহ্ন বোডিং তাকেই বলেছেন কার্যকরী শব্দাংশ। দেখাই যাচ্ছে, বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার জন্য দুটি অভিধার কোনটিই উপযুক্ত নয়, কারণ স্পষ্টতার অভাব। সুস্পষ্ট বর্ণনাত্মক একটি বিকল্প অভিধা—'ক্রিয়া-সৃজক' (verb-maker) শব্দটি এক্ষেত্রে আমি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

॥ তিন ॥ সাঁওতালী ভাষার 'ক্রিয়া-সৃজক' : আমরা এখন জানলাম যে সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়াপদ আসলে একটি বহুপদ-সমবায় যার একটি পদ অপরিবর্তনীয়, অন্য এক বা একাধিক পদ পরিবর্তনীয়। অপরিবর্তনীয় পদটিকে সঠিকভাবেই বোডিং বলেছেন 'মূল শব্দ' (baseword) আর এই প্রবন্ধে পরিবর্তনীয় পদগুলিকে বলা হবে 'ক্রিয়া-সৃজক'। 'ক্রিয়া-সৃজক' ছাড়া কোন 'মূল শব্দ' সক্রিয়তা বা তৎপরতার ধারণা প্রকাশ করতে পারে না। অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রমও আছে। বোডিং বলেছেন ''সাঁওতালী ভাষার ধাতুরূপ তৈরী হয় মূল শব্দে প্রত্যয় যুক্ত করে। তিনপ্রস্থ ক্রিয়াপদীয় প্রত্যয় আছে; কর্তৃবাচ্যের জন্য একপ্রস্থ; আর মধ্যম (medium) বা ভাববাচ্যের জন্য এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর এক প্রস্থ করে।

(ক) এক প্রস্থ প্রত্যয়ের দ্বারা দেখানো হয় বিশুদ্ধ এবং সরল ক্রিয়া, গৌণকর্ম (direct object)-সহ সকর্মক ক্রিয়া, অথবা অকর্মক ক্রিয়া, কোন সক্রিয়তার বর্ণনা। সব বাচ্য। (পৃ. ১৯০)।

(খ) প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একপ্রস্থ প্রত্যয় আছে যেগুলি মুখ্যকর্ম (indirect object) সহ সক্রিয়তা বোঝায়। এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মধ্যম বাচ্যের প্রত্যয় গুলির অর্থ আত্মবাচক (reflexive)।

(গ) তৃতীয় আরেক প্রস্থ প্রত্যয় বোঝায় উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তা, মানে সক্রিয়তার যে ফল তাও বিবেচিত হয়।

প্রত্যয়ের প্রথমোক্ত প্রস্থে কর্তৃবাচ্যের সকল কালের জন্য প্রত্যয় রয়েছে। অন্য প্রস্থটিতে কতকগুলি কালের জন্য কোন প্রত্যয় নেই। মধ্যম বা ভাব বাচ্যের প্রস্থ-গুলিতে অনির্দিষ্ট বর্তমান এবং ঘটমান কালের জন্য কোন প্রত্যয় নেই।···সাধারণভাবে সক্রিয়তা বোঝাতে কোন প্রত্যয়ের দরকার নেই; তার মানে, শব্দটি যখন কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন মধ্যম এবং ভাববাচ্যের জন্য একই কারকের অন্তর্গত একটি প্রত্যয়ের প্রয়োজন। এই প্রত্যয়টি কালবাচক নয়। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণাটিকে বিবেচনা করা হবে সেইটি দেখানোর জন্যই প্রত্যয়টির প্রয়োজন। (পৃ. ১৯১)।

প্রত্যয় পাওয়া যায়—১. অনির্দিষ্ট এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্য (মধ্যম অথবা ভাব বাচ্যে; কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া কর্তৃবাচ্যের জন্য প্রত্যয় নেই) ; ২. বর্তমান কালের জন্য; ৩. অতীত কালের জন্য, (ক) পুরাঘটিত, (খ) পুরাঘটিত, সুসম্পূর্ণ বা অতিক্রান্ত, (গ) পুরাঘটিত কিন্তু পরিণতিতে যা ঘটমান; ৪. প্রাথমিক এবং শর্তসাপেক্ষ ক্রিয়ার জন্য; ৫. অভিপ্রায় এবং ঔচিত্যবোধক ক্রিয়ার জন্য (পৃ. ১৯১)। অস্তি বাচক ক্রিয়া ('কান্') সহযোগে এবং অতীতের অসম্পন্ন ঘটমানতা বোধক ক্রিয়া ('তাহেঁ কান্ বা কান তাহেঁ কান) যোগে কতকগুলি কাল বোঝান হয়ে থাকে, যেমন—নির্দিষ্ট বর্তমান, অনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট অসম্পন্ন এবং দু রকমের সম্পন্ন অতীত।'' (পৃ. ১৯২)।

বোডিং এর মতানুযায়ী এই হল সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়াপদের ধাতুরূপগত চেহারার পুরোপুরি বিবরণ। আর ঠিক এই খানেই দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগগুলি বহু ক্ষেত্রেই অন্যরকম যা বোডিং প্রদত্ত এই বিবরণের সঙ্গে মেলেনা।

।। **চার** ।। **'ক্রিয়া-সৃজক'গুলির নূতন শ্রেণী বিভাগ** : আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে অনেক বেশী সুবিধা হবে যদি আমরা ইন্দো-ইউরোপীয় ব্যাকরণের ধারণা এবং পারিভাষিক অভিধাগুলি গোড়া থেকেই যথাসম্ভব পরিহার করে চলি। সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়াপদগুলির প্রয়োগ এবং কার্যকারিতা একটু নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেচনা করা দরকার। যদি আমরা ধরেও নেই যে সাঁওতালী ভাষার সব শব্দই 'নাম-শব্দ' (name words) তাহলেও অস্বীকার করা যায় না যে এমন বহু সংখ্যক শব্দ আছে যেগুলি আসলে কোন না কোন কাজের নাম। যদি আমরা এগুলিকে বলি 'কাজ-শব্দ' (action words) তাহলে বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না। সাঁওতালী ভাষার বিশেষত্ব হচ্ছে এইখানে যে 'ক্রিয়া-সৃজক'-গুলি শুধু 'কাজ-শব্দে'র সঙ্গেই যুক্ত হয় না, বিভিন্ন ধরণের 'নাম-শব্দের' সঙ্গেও যুক্ত হয়ে নানা ধরণের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করে। কাজেই 'ক্রিয়া-সৃজক'গুলির সুষ্ঠু শ্রেণীবিভাগের জন্য আমাদের প্রথমেই জানা দরকার সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়াপদগুলির প্রকৃত প্রয়োগের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি পার্থক্য করা হয়।

১. ক্রিয়াপদের প্রয়োগের বেলায় প্রথমেই যে পার্থক্যটা শিক্ষার্থীদের চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে সমাপিকা-অসমাপিকার (finite-nonfinite) পার্থক্য। অসমাপিকার মধ্যে আবার দুটো বড় ভাগ আছে। (ক) ক্রিয়াধর্মী–অসমাপিকা (verbal nonfinite), (খ) বিশেষণধর্মী-অসমাপিকা (participial-nonfinite) ক্রিয়াপদ। ক্রিয়াধর্মী-অসমাপিকা সৃষ্টি করে দুই রকমের 'ক্রিয়া-সৃজক'। উভয়েরই কালগত তাৎপর্য আছে। প্রথমটি সৃষ্টি করে দুটি ক্রিয়ার মধ্যে কালগত পারম্পর্য (temporal sequenec)। এর সঙ্গে সঙ্গতি আছে বাংলাভাষার-ইয়া অন্ত অসমাপিকা পদের। দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে দুটি ক্রিয়ার মধ্যে সাপেক্ষ-সর্ত (conditional sequence)-এর সঙ্গে সঙ্গতি আছে বাংলা ভাষার ইলে অন্ত অসমাপিকা পদের। 'বিশেষণধর্মী-অসমাপিকাও সৃষ্টি হয়ে থাকে দুই-রকমের 'ক্রিয়া-সৃজকে'র দ্বারা। প্রথমটির দ্বারা বোঝায় সম্পন্ন ক্রিয়া। এর সঙ্গে মিল আছে বাংলা ভাষার '-ত' প্রত্যয় যুক্ত পদগুলির, যেমন 'গত', 'মৃত' ইত্যাদির। দ্বিতীয়টির দ্বারা বোঝায় ঘটমান ক্রিয়া। তার সঙ্গে মিল আছে বাংলা ভাষার -'অন্ত' প্রত্যয় যুক্ত পদগুলির, যেমন 'চলন্ত', 'পড়ন্ত' ইত্যাদির।

২. সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির বেলায় এই সব ক্ষেত্রগুলিতে পার্থক্য করা হয় : (ক) আদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে, (খ) অন্য কাউকে দিয়ে কিছু করানোর ক্ষেত্রে, (গ) কোন একটা কাজ হোক এই রকম ইচছা করার ক্ষেত্রে, (ঘ) নিজেই কিছু একটা করা যাক এই রকম বোঝানোর ক্ষেত্রে। এই চার রকমের পার্থক্য ধরা হয় একটা বিশেষ-শ্রেণীর মধ্যে। অন্য আরেকটা শ্রেণীতে পার্থক্য ধরা হয় এই দুটি ক্ষেত্রে (ক) কাজটি যেখানে কর্তা সরাসরি করে সেই ক্ষেত্রে এবং (খ) যেখানে কাজটি যেন কর্তা ছাড়াই নিজে নিজে হয়ে যাচ্ছে এমন ক্ষেত্রে। কাজটি যেখানে কর্তা সরাসরি করে সেই ক্ষেত্রে আরো তিনটি পার্থক্য মান্য করা হয়ে থাকে—(১) কোন কর্ম নেই এমন কাজ (কাজটি যেখানে নিজের প্রতি করা হয় সেখানেও ধরা হয় কোন কর্ম নেই), (২) এমন কাজ যার কর্মটি হল কোন প্রাণহীন বস্তু, (৩) এমন কাজ যার কর্মটি হল কোন প্রাণী বা জীবন্ত কিছু। যেখানে কাজটি যেন কর্তা ছাড়াই নিজে নিজে হয়ে যাচ্ছে এমন ক্ষেত্রে দুটি পার্থক্য মান্য করা হয়—(১) এমন কাজ যা হচ্ছে সাদাসিধে ঘটনা এবং (২) এমন কাজ যেটা সম্ভাবনা বোঝায়। পরিশেষে বলতে হবে কালগত পার্থক্যের কথা। সমাপিকা ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে সাতটি কালগত পার্থক্য গণ্য করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে তিনটি হচ্ছে বর্তমান কালে এবং চারটি হচ্ছে অতীত কালে। বর্তমান কালের তিনটি পার্থক্যের প্রথমটি হচ্ছে অনির্দিষ্ট, দ্বিতীয়টি অসম্পন্ন বা ঘটমান, তৃতীয়টি সম্পন্ন বা পুরাঘটিত। অতীত কালের চারটি পার্থক্যের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে অভ্যাসবোধক,

দ্বিতীয়টি অনির্দিষ্ট, তৃতীয়টি সম্পন্ন বা পুরাঘটিত, চতুর্থটি অসম্পন্ন বা ঘটমান। অনির্দিষ্ট বর্তমান কালের ক্রিয়াপদই ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রকৃত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাকে 'ক্রিয়া স্জক' গুলির ভিত্তিতে বিচার করলে সক্রেফ্স্রুড এবং বোডিং-এর ধাতুরূপের সারণীগুলিকে (tables) অনেক ছোট একটি সুস্পষ্ট নবেলার মধ্যে ধরা সম্ভব হবে। বোডিং সকর্মক এবং অকর্মক ক্রিয়াপদগুলিকে একটি শ্রেণীর মধ্যেই ধরেছেন (পৃ. ১৯০) কিন্তু এদের 'ক্রিয়া-স্জক' গুলি সম্পূর্ণ আলাদা। কালগত পার্থক্যগুলি প্রকাশ করার জন্যে, যে সব ক্রিয়ার কর্ম আছে তাদের জন্য দরকার হয় বিশেষ এক প্রস্থ 'ক্রিয়া-স্জক' এবং যে সব ক্রিয়ার কর্ম নেই তাদের জন্য দরকার হয় অন্য এক বিশেষপ্রস্থ 'ক্রিয়া-স্জক'। যে পার্থক্যগুলি এখানে পর্যালোচনা করা হল সেগুলিকে ছক 'ক' অনুসারে দেখানো যেতে পারে। [দ্র. পৃ. ৫৭]

।। **পাঁচ** ।। **ক্রিয়া-স্জকসমূহের বাস্তব প্রয়োগ** : যে সব ক্রিয়াপদের প্রাণবান কর্ম আছে সেগুলির গঠন হতে পারে—মূলশব্দ (baseword) যুক্ত কর্মনির্দেশক (object marker) যুক্ত ক্রিয়া-স্জক যুক্ত কর্তা নির্দেশকের (subject marker) একটি সমবায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক 'কোম্ড়োকো দাল্কেদেআ'=তারা চোরটিকে মারল। এই বাক্যে আমরা পাচ্ছি একটি চার অংশ যুক্ত ক্রিয়াপদ যেখানে 'দাল্'=মারা, হচ্ছে মূল শব্দ। পূর্ববর্তী শব্দান্তের -'কো' কর্তা নির্দেশক যার দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রথম-পুরুষ বহুবচনের কর্তা (তারা)। এটি পূর্ববর্তী শব্দান্তে অথবা ক্রিয়াপদের অন্তেও বসতে পারে। '-কেদ্' হচ্ছে ক্রিয়া-স্জক যার দ্বারা বোঝাচ্ছে যে ক্রিয়াপদটির একটি প্রাণবান কর্ম আছে। এটি ক্রিয়ার অনির্দিষ্ট অতীত কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। '-এ' হচ্ছে প্রথমপুরুষের একবচন বোধক কর্মনির্দেশক এবং ক্রিয়ার কর্মটি প্রাণবানবোধক। চূড়ান্ত-'আ' কে বোডিং ব্যাখ্যা করেছেন সমাপিকা নির্দেশক (finite marker) বলে কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের বেলায় দেখা যাচ্ছে এটি ক্রিয়া-স্জকগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাহলে ক্রিয়াপদটিকে ভেঙে ফেললে দাঁড়াবে এই রকম :

দাল্ + কেদ্ + এ + য়া + কো

এখানে আমাদের মূলশব্দের একটা বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে। মূলশব্দও দুরকমের হতে পারে,—সরল (যেমন 'দাল'=মারা) আর পারস্পারিক (reciprocal) (যেমন 'দাপাল'=মারামারি, একজন আরেকজনকে)। প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনিটির দ্বিত্বপ্রয়োগে 'সরল' মূল শব্দ সাধারণতঃ 'পারস্পরিক' মূল শব্দে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু এর বহু ব্যতিক্রম দেখা যায় যেখানে একই ব্যঞ্জনের বদলে অন্য আরেকটি ব্যঞ্জন চলে আসে, যেমন—'ঞাম্'=পাওয়া ; 'ঞাপাম'=পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ; 'ঞেল্'=দেখা ; 'ঞেপেল'=পরস্পরকে দেখা, দেখাদেখি। তবে আমাদের এই আলোচনার মূলশব্দের পরিবর্তনের বিষয়টি খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন কর্তার দ্বারা, বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন কাজ বোঝাতে কোন একটি মূল শব্দের দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদসমূহে মূলশব্দটি অপরিবর্তিতই থাকে।

যে সব ক্রিয়াপদের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এখন দেখা যাক বাস্তবে সেগুলি কিভাবে গঠিত হয় এবং তাদের ব্যবহারেই বা পার্থক্য কিভাবে করা হয়ে থাকে।

১. দুরকমের ক্রিয়াধর্মী অসমাপিকা পদ আছে (ক) **'কাতে'** অন্ত পদগুলি বোঝায় যে সমাপিকাপদের কাজের আগেই ঐ পদগুলির দ্বারা প্রকাশিত কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে, যেমন—'কুড়িকো সাজাওকাতে সিনিমা ঞেল্কো চালাওএনা'=মেয়েরা সেজেগুজে সিনেমা দেখতে গেল। (খ) অন্য রকমের ক্রিয়াধর্মী অসমাপিকা পদগুলি গঠিত হতে

পারে অন্তে '**খান**', '**লেখান**' এবং '**লেনখান**' যোগকরে। পদান্তে 'খান্' যুক্ত হলে বোঝাবে যে এই পদের দ্বারা প্রকাশিত কাজটি সম্পন্ন হলেই শুধু সমাপিকা পদের দ্বারা প্রকাশিত কাজটি হতে পারে, যেমন 'বাজারেম্ চালাঃক্খান্ লীডু **আ স্তইমে**''=বাজারে গেলে মিষ্টি এনো। পদান্তে 'লেখান' যুক্ত হলে বোঝাবে যে এই পদের দ্বারা প্রকাশিত কাজটি সম্পন্ন হবার পর সমাপিকা পদের দ্বারা প্রকাশিত কাজটিহ তে পারে, যেমন--'কীমিম্ **সুসার লেখান** কাউডিম্ ঞামা'=কাজটি শেষ করবার পর টাকা পাবে। সকর্মক ক্রিয়া-পদের সঙ্গেই সাধারণতঃ 'লেখান' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদান্তে 'লেনখান্' যুক্ত হলে তার অর্থটি 'লেখান' যুক্ত পদের মতই হয় তবে 'লেন্খান, সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়াপদের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন--'বাজারেম **চালাওলেনখান্** লীডু আস্তইমে' বাজারে গেলেপর মিষ্টি এনো।

২. বিশেষণধর্মী অসমাপিকাও আছে দুরকমের। (ক) পদান্তে 'কান্' যুক্ত হলে বোঝাবে যে কাজটি ঘটমান এবং পদটি আরেকটি পদকে বিশেষিত করতে পারে, যেমন—চালাঃক্কান্ 'চান্দোরে'=চলতি মাসে; 'হিজুঃক্কান্ চান্দোরে'=আসছে মাসে। (খ) পদান্তে '-এন্' বা' 'আকান' যুক্ত হলে বোঝাবে যে কাজটি সম্পন্ন এবং পদটি আরেকটি পদকে বিশেষিত করতে পারে, যেমন—'চালাওএন্ চান্দোরে=গত মাসে, গেলমাসে। 'রাপুদ-আকান'=ভেঙে গেছে—এমন, অর্থাৎ ভাঙা।

৩. সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ক্রিয়া-সূজকগুলির নিরিখে। প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াপদগুলি গঠিত হয় ভাবপ্রকাশক ক্রিয়া-সূজকগুলির দ্বারা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াপদগুলি গঠিত হয় কালপ্রকাশক ক্রিয়া-সূজকগুলির দ্বারা। প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াপদগুলি বোঝায় (ক) আদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি, (খ) ইচ্ছা, প্রার্থনা ইত্যাদি, (গ) অন্য কারো দ্বারা কোন কাজ করানো, প্রযোজনা বা প্রবর্তনা, (ঘ) অন্যদের সঙ্গে নিজেকেও কোন কাজে প্রবর্তিত করা। (ক) আদেশ, অনুরোধ প্রকাশ করা হয়ে থাকে, মূল শব্দে 'মে' অথবা 'পে' যোগ করে, যেমন—'আপেদ নোয়া হর সাব্কাতে চালাঃক্পে'=আপনি/আপনারা/তোমরা এই পথধরে যান/যাও; 'হিজুঃক্ মে'= এসো, আয়। 'মে' তুই/তুমি বাচক, 'পে' আপনি / আপনারা / তোমরা বাচক। (খ) ইচ্ছা বোঝানোর জন্যে মূল শব্দে 'মা' যোগ করা হয়, যেমন—'উনি লাইআয়মে নোয়া জকোয় জম্মা'=ওকে বলো, ও যেন এই ফলগুলি খায়। প্রার্থনা বোঝানোর জন্যে মূলশব্দে যোগ করা হয় '**কাঃক্**', যেমন 'হেঁ চান্দো **গঃ কোঃক্আমে**'=হে ভগবান, তাকে যেন মেরে দিও। (গ) অন্যকারোদ্বারা কিছু কাজ করানো বোঝানোর জন্যে মূল শব্দের পরে 'হচো' ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেমন—'এঙ্গা গিদর্যা তোআয় ঞুহচোত্রকানা' =মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। (ঘ) অন্যদের সঙ্গে নিজেকেও কোন কাজে প্রবর্তিত করা বোঝাতে যে সব শব্দ সমবায় (word combination) ব্যবহৃত হয় তার একটি হচ্ছে 'দেবোন' যেমন, 'দেবোন তিঙ্গোন'=এসো আমরা দাঁড়াই।

৪. দ্বিতীয় শ্রেণীর সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াপদ। এই পাঁচটির তিনটিতে কর্তা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। আগে এগুলিকেই উদাহরণ সহ দেখানো যাক। (ক) কর্মহীন সমাপিকা ক্রিয়াপদ তিনটি খণ্ডের সমাহার, সেখানে মূলশব্দের পরে আসে কালপ্রকাশক ক্রিয়া-সূজকের প্রথমপ্রস্থ। 'কর্তানির্দেশক খণ্ডটি পূর্ববর্তী শব্দের শেষে কিংবা ক্রিয়াপদটির একেবারে শেষেও বসতে পারে। **অনির্দিষ্ট বর্তমান** এবং **অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ** কালের কাজের জন্য কোন ক্রিয়া-সূজকের প্রয়োজন হয়না; শুধু মূলশব্দের শেষে সমাপিকা নির্দেশক 'আ' বসাতে হয়, যথা—'তিস্পে হিজুঃক্আ?'=তোমরা কবে আসবে? 'চালাঃক্আঞ'=আমি যাই বা আমি যাব। **সম্পন্ন বা পুরাঘটিত বর্তমান** কালের কাজ প্রকাশক ক্রিয়াপদের জন্যে ক্রিয়া-সূজক হল—'**আকান**', যেমন—'তোপো**আকানাইঞ**'=আমি স্নান করেছি। **অসম্পন্ন**

বা ঘটমান **বর্তমানের** ক্রিয়া-স্জক হল—'**কানা**', যেমন 'তোপোন্**কানাম্**'=তুমি স্নান করছ। **অভ্যাসবোধক অতীত** কালের ক্রিয়া-স্জক হচ্ছে '**কঃক্আ**', যেমন—'তোপো-**কঃক্আয়**'=সে স্নান করত। **অনির্দিষ্ট অতীতকালের** ক্রিয়া-স্জক হচ্ছে '**এনা**', যেমন 'তোপো এনাকো=তারা স্নান করল। **সম্পন্ন পুরাঘটিত অতীত** কালের জন্য ক্রিয়া-স্জক হল '**লেনা**' যেমন—'তোপো **লেনাইঞ**'=আমি স্নান করেছিলাম। **অসম্পন্ন বা ঘটমান অতীত** বোঝানোর ক্রিয়া-স্জক হচ্ছে '**কান্ তাহেঁকান**', যেমন 'তোপোন্কান্তা হেঁকান্ইঞ'=আমি স্নান করছিলুম।

(খ) যে সব সমাপিকা ক্রিয়াপদের কর্ম প্রাণহীন বস্তু সেগুলিও তিন খণ্ডের সমাহার কারণ এতে কর্মনির্দেশক খণ্ডটি থাকেনা। কিন্তু এগুলোর জন্যে আলাদা আরেকপ্রস্থ ক্রিয়া-স্জক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূল শব্দটি যদি ধরা হয় 'জম্'=খাওয়া, তাহলে অনির্দিষ্ট বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ গঠিত হবে মূলশব্দে সমাপিকা নির্দেশক —'আ' এবং একটি কর্তা-নির্দেশক যোগ করে। সম্পন্ন বর্তমান কালের ক্রিয়া-স্জক হচ্ছে—'**আকাদা**', ঘটমান বা অসম্পন্ন বর্তমান কালের ক্রিয়াস্জক–'এদা', অভ্যাস বোধক অতীতের জন্য–'**কেয়া**', অনির্দিষ্ট অতীতের জন্য '**কেদা**', সম্পন্ন অতীতের জন্য '**লেদা**' এবং ঘটমান বা অসম্পন্ন অতীত কালের জন্য–'এৎ তাহেঁ'।

(গ) যে সব সমাপিকা ক্রিয়াপদের কর্ম প্রাণবান সেই সব ক্রিয়াপদ চারটি খণ্ডের সমাহার। আগেই আমরা তার উদাহরণ পেয়েছি। আগেকার উদাহরণগুলির তিনটি খণ্ডের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে বাড়তি থাকছে একটি কর্মনির্দেশক খণ্ড। এই সব ক্রিয়াপদের জন্যও দ্বিতীয় প্রস্থের ক্রিয়া-স্জকগুলিই ব্যবহৃত হয় কিন্তু সন্নিহিত অন্যধ্বনির প্রভাবে ক্রিয়া-স্জকগুলিতে কিছু কিছু ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে যায়। এই সব উদাহরণ থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অনির্দিষ্ট বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ : (ক্রিয়া-স্জক—'আ')–'নেওতামেয়াইঞ'=আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি / নিমন্ত্রণ করব। **সম্পন্ন বর্তমান** : (ক্রিয়া-স্জক–'আকাদা')—'তারুপ হড়ে জম্**আকাদেয়া**'=বাঘে মানুষ খেয়েছে; 'নেওতা-**আকাৎমেয়াইঞ**'=আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি। **অসম্পন্ন বা ঘটমান বর্তমান** : (ক্রিয়া-স্জক—'এদা')'—নেওতাএৎমেয়াইঞ'=আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি। **অভ্যাস বোধক অতীত** ঃ (ক্রিয়া-স্জক—'**কেয়া**')'—নেওতাকেমাইঞ=আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করতুম; 'নেওতাকেকোআইঞ'=আমি তাদের নিমন্ত্রণ করতুম। **অনির্দিষ্ট অতীত**: (ক্রিয়া-স্জক—কেদা')—'তারুপ্ হড়ে জম**কেদেয়া**'=বাঘে মানুষ খেল। **সম্পন্ন অতীত**: (ক্রিয়া-স্জক—'**লেদা**')—'নেও**তালেৎ**মেয়াইঞ'=আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। **অসম্পন্ন বা ঘটমান অতীত**:(ক্রিয়া-স্জক-'এৎতাহেঁকান')—'নেওতা**এৎ** মেতা**হেঁ কানাইঞ** =আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম।

৫. দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ কালপ্রকাশক শ্রেণীর পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের সমাপিকা ক্রিয়াপদের বাকী দুটি এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখব। এই দুই শ্রেণীর ক্রিয়াপদের কর্তা থাকে না, কাজটি যেন নিজে নিজেই ঘটে যায়। এই সব ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে সব কালজ্ঞাপক ক্রিয়া-স্জক ব্যবহৃত হয় সেগুলি কর্মহীন ক্রিয়াপদে ব্যবহার্য ক্রিয়া-স্জক। এগুলি হল—(ক) আ, (খ) আকানা, (গ) কানা (ঘ) কঃ**ক্**আঃ, (ঙ) এনা, (চ) লেনা, (ছ), কান তাহেঁকান। কিন্তু এই ধরণের ক্রিয়াপদে কাল-জ্ঞাপক ক্রিয়া-স্জকের আগে দুরকমের অন্য ক্রিয়া-স্জক যোগ করতে হয়। এক রকম হচ্ছে **অঃক্**, যা কিনা মূলশব্দের পরেই যুক্ত করতে হয়। এই ক্রিয়া-স্জকের দ্বারা বোঝানো হয় যে কাজটি একটি সাদাসিধে ঘটনা, অপ্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত একটি ক্রিয়া যেমন, 'নোয়া বিলি জম**অঃক্**আ'=এই ফল খাওয়া হয়; 'আকরিঞ **অঃক্**আ'=বিক্রী হয়। দ্বিতীয় রকমের একটি ক্রিয়া-স্জক হচ্ছে '**গঃক্**'। এটিও মূলশব্দের পরেই

বসে এবং এর দ্বারা বোঝায় কাজটির সম্ভাব্যতা, যেমন— 'নোয়া কলমতে অল্অগঃক্আ'' = এই কলমদিয়ে লেখা চলে/ যায় / চলবে / যাবে। দ্বিতীয় রকমের আর একটি ক্রিয়া সূজক হচ্ছে 'গানঃক'। এইটিও মূলশব্দের পরেই বসে এবং কাজের সম্ভাবনাই বোঝায় বটে তবে সামান্য একটু তফাৎ আছে। এর দ্বারা কাজের ক্ষমতাও বুঝিয়ে থাকে, যেমন 'নোয়া কলমতে অল্অগানঃক্কান' = এই কলম দিয়ে লেখা যাচ্ছে।

এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে যে, ক্রিয়া-সূজকের দিক থেকে বিচার করলে সাঁওতালী ক্রিয়াপদের মধ্যে প্রধান এবং স্পষ্টতম পার্থক্য হচ্ছে সকর্মকত্ব ও অকর্মকত্বের, অর্থাৎ ক্রিয়াপদটির কর্ম আছে কি নেই—এই ব্যাপারে। অতএব সাঁওতালী ক্রিয়াপদের কর্মের ভূমিকাটি তার গঠনের বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্ক্রেফ্স্রুড্ কিংবা বোডিং-এর ব্যাকরণে এই গুরুত্বটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়নি।

ছক 'ক'

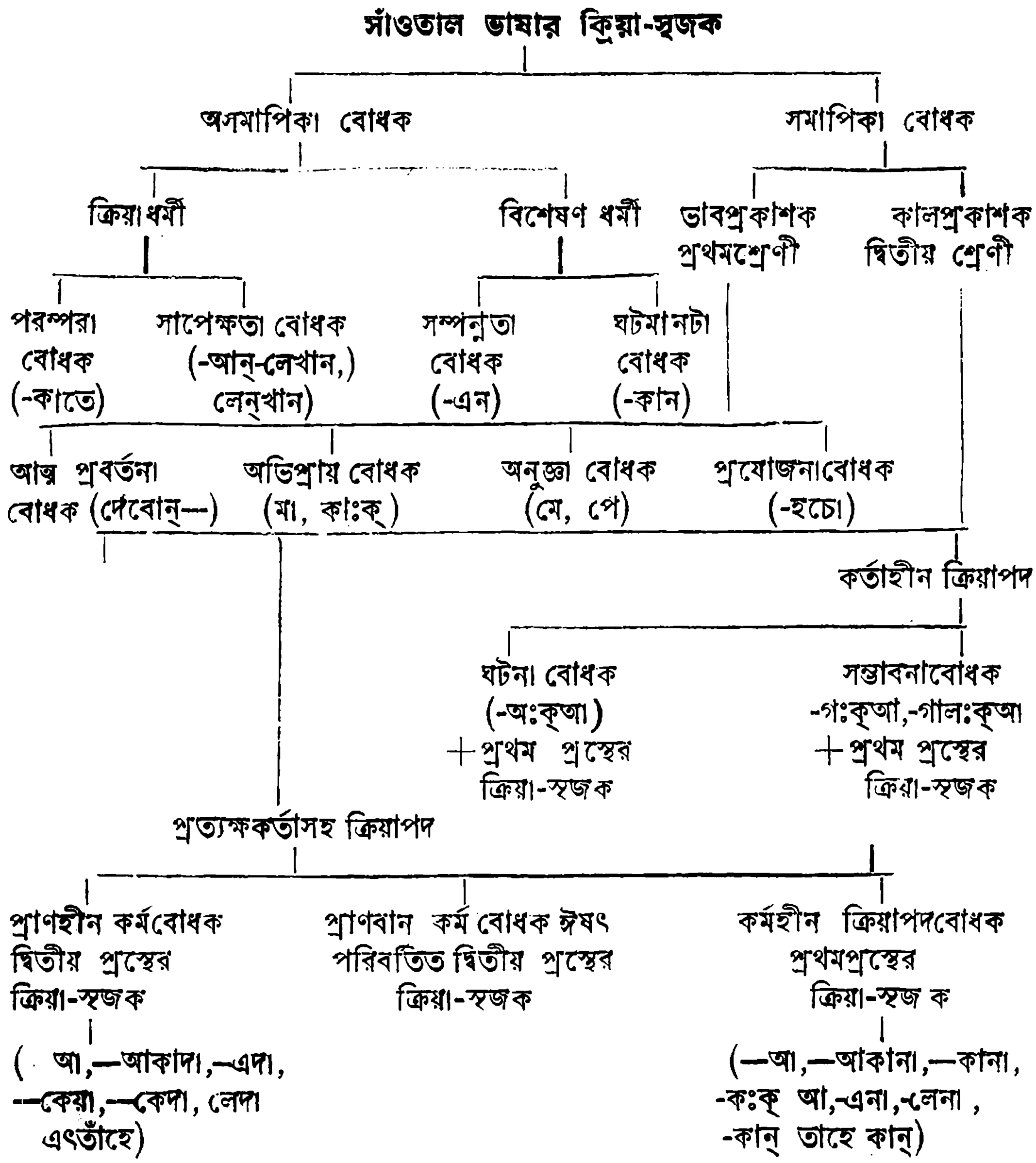

টীকা

সাঁওতালী ভাষার ধ্বনিসমূহ বাংলা বর্ণমালার দ্বারা প্রকাশ করা নিয়ে বিতর্ক এবং মতভেদ আছে। বোডিং প্রবর্তিত রোমান বর্ণমালা সাঁওতালী ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় ব্যবহার করা অনেক বেশী সুবিধাজনক। তবে সে জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ কম্পোজিটর। শ্রীরাঘো মুর্মু প্রবর্তিত 'অল্‌চিকি' বর্ণমালা এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা স্বীকৃত হলেও ছাপাখানার অসুবিধা একটা বড় বাধা। তাই বাংলায় লেখা এই আলোচনায় বাংলা বর্ণমালাই ব্যবহার করা হল। তবে কয়েকটি বিশিষ্টতা সহ। যথা- ৗ এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে অর্ধ সংবৃত মধ্য স্বরধ্বনি (half closcd central vowel) বোঝানোর জন্যে। ৗ এই চিহ্নটি বোঝায় (open central vowel of) বা বিবৃত মধ্য স্বরধ্বনি যা বাংলা 'আ' ধ্বনির সঙ্গে অভিন্ন। আরেকটি বিশিষ্ট ধ্বনি হল বোডিং কথিত (checked velar-k') বা রুদ্ধ কণ্ঠ ধ্বনিটি। এটিকে বাংলা বর্ণমালায় প্রকাশ করার জন্য 'ঃক্' (বিসর্গ+ক্) এই দুটি বর্ণ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

১. Census Hand Book, Midnapore District, Vol 1, 1968.

২. Beames, J—Outline of Indian Philology, with a map showing the Distribution of Indian Languages, Calcutta—1867, Appendix A, Contains numerals in Southal, etc.

—Boxwel, J—On the Santhali Language, Transactions of the Philological Society, 1885-1887, London—1887, pp. 380 and ff.

—Bodding, P. O.—On Taboo and Customs Connected there with amongst the Santhals, In of the Asiatic Society of Bengal, Vol LXVII, Part iii, 1898 pt.

— Do— A Santal Dictionary, (Vols 5).

— Do— Santal Folktales (3 Vols), Oslo, 1925, Preface by Sten Konow.

—Campbell, Sir G—The Ethnology of India, Jn of the Asiatic Society of Bengal, Vol XXXV, Part ii, 1866,
Supplementary number, Appendix B, contains a Comparative Table of Aboriginal Words in Satnali, etc., Appendix F, Brief Vocabulary of the Moondah and Cognate Languages of the Kolarian type By—Lieut. Col Dalton.

—Do—Specimens of Languages of India, Calcutta, 1874, pp. 78 and ff, 287 and ff.

—Campbell, A—A Santali-English Dictionary, Pokhuria, 1898.

—Cole, Rev, J—Santali Riddles, Indian Antiquary, Vol IV, 1875, pp 164 and ff.

—Do—List of Words and Phrases with their Santali Equivalents, Indian Antiquary, Vol VIII, 1879, PP 194 and ff.

—Do—A Santali Primer, Pokhuria, 1896.

—Dalton, E. T.—Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1872, The Santal Vocabulary is by Rakhaldas Haldar.

—De Chareney—Note sur la Langue Santali, Journal Asiatique, 9 'Serie, XVII, 1901, pp. 350.

—Datta Majumdar N.—(The) Santal/Dept. of Anthropology /Govt. of India/1956.

—Hodgson, B. H—The Aborigines of Central India, In of the Asiatic Society of Bengal, Vol XVII, pt ii, 1848, pp 553 and ff, Reprinted in Miscellaneous Essays relating to Indian Subjects, Vol ii, London, 1880, pp 97, and ff Contains a Snathal Vocabulary by R. N. Bird.

—Hislop, Rev. Stephen—Papers relating to the Aboriginal Tribes of the Central Provinces—Edited with notes and preface by R. Temple (Nagpore), 1866 Appendix 8 Contains a short Santali Vocabulary by E. G. Man.

—Hunter W. W.—A Comparative Dictionary of the Languages of India and High Asia, London, 1868.

—Henman, Ernst—Grammatiesk Studie ofver Santal Spraket, Oversight over det kgle ; Donske Videnskabernes Selskabs Forland linger, 1892, Kobenhavn, 1892, pp. 148 and ff.

—Grierso, Sir G. A.—L. S. I. Vol IV, Munda and Dravidian Languages, 1st Reprint 1967/Motilal Banarassidas/New Delhi/.

—Lyall, Sir A. J.—Report of the Ethnological Committee, On Papers laid before them and upon examination of Specimens of Aboriginal Tribes brought to the Jubbulpore Exhibition of 1866-67, Nagpore, 1868, Part iii, pp 8 and ff.

—Kuhn, E—Beitrage Zur Sprachenkunde Hinter indians, Munchen, 1889, pp 189 and ff.

—Man E. G.—Santhalia and the Santhals, London, 1867, Contains in an Appendix some Santali songs, a grammatical sketch after Philips and a list of words and Phrases by G. Campbell.

—Martin, W.—English-Santali Vocabulary, Benares, 1898.

—Mitchel, Rev M.—Santali Songs with Translations, Indian Antiquary, Vol IV, 1875, pp. 34 and ff.

—Macphail R. M.—Campbells Santali-English Dictionary, 3rd Edition, 1958, Bengaria Mission Press, Santal Pargana, Bihar.

—Puxley, Rev E. L. —A Vocabulary of the Santali Language, London, 1868.

—Skrefsrud, Rev L. O.—The Traditions and Institutions of the Santhals, Horkoren Mare Hapramkoreak' Katha, Benagaria, 1887.

—Thomsen, Vilh—Bemoerkninger one De khervariske (Kolaricke) Sprogs Stilling, Danske Videnskabernes Selskabs Forlandlinaer, Kobenhevn, 1892, pp.231 and ff.

—Do—Noqle Bemoerknigner Our Sauthalsp roget, Reprinted from Den norkiske Sauthal missions Testskript, Kobenhavn, 1892.

৩. Philip, Rev J.—An Introduction to the Santal Language, Calcutta, 1852.

৪. Skrefsrud, Rev L. O.—A grammar of the Santhal Language, Benares, 1873.

৫. Bodding, Rev, P. O.—Materials for a Santali grammar (2 Vols), Dumka, 1929.

৬. Soren Dilipkumar—Paper on Santali Speech Sound in Bengali Alphabet (In Santali), Pachim Bangla, G. O. W. B. Calcutta, 15th August No. 1970.

৭. Pal Animeshkanti— Bengali Speech Community and It's, Neighbours, Language and Society, II A S, Simla, 1968.

[২ নং তালিকার প্রবন্ধপঞ্জীটি প্রস্তুত করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক এস্. চৌধুরী মহোদয়। এজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।—লেখক]